আজ প্রোডাকসনের

সশ্রদ্ধ নিবেদন

ভক্ত

বিল্বমঙ্গল

• পরিবেশনা

নর্মদা চিত্র

15-1-54.

আজ প্রোডাকসনের নিবেদন
শ্রীশ্রীভক্তমাল হইতে গৃহীত

ভক্ত বিল্বমঙ্গল

—সংগঠনকারী—

গীতিকার : পদাবলী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণব রায় ও আশা দেবী
সুরসৃষ্টি : রাজেন সরকার
চিত্রশিল্পী : সন্তোষ গুহরায়
শব্দযন্ত্রী : শিশির চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশ : বটু সেন
সম্পাদনা : সুবোধ রায়
রূপসজ্জা : দুর্গা চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনা : প্রশান্ত বন্দোপাধ্যায়

—সহকারী—

পরিচালনায় : অনিল চট্টোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পে : নরসিং রাও
শব্দ যন্ত্রে : ধরণী রায়চৌধুরী
সুর সৃষ্টিতে : বলাই আচার্য
সম্পাদনায় : অনিল সরকার
রূপসজ্জায় : গৌর দাস
ব্যবস্থাপনায় : তিঙ্কু বণিক, পি মণ্ডল, গৌর দাস, রতন দাস
রুম ম্যান : সুধীর
শিল্প নির্দেশনায় : রবীন

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিমিটেডএ আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাবরেটারী ও ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কাশী), সুহাস সেন, বিকাশ রায়, অনিল বন্দোপাধ্যায় (বহিদৃশ্য), রঘু আশ্রম (বৃন্দাবন)

চিত্রনাট্য ও তত্ত্বাবধান—**অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়**
পরিচালনা—**পিনাকী মুখোপাধ্যায়**
রূপায়নে—**নীতিশ মুখোপাধ্যায়** * **মঞ্জু দে ও তৎসহ**

শিশির বটব্যাল, বিপিন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, ননী মজুমদার, প্রশান্ত বন্দোপাধ্যায়, ঋষি বন্দোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, শৈলেন বন্দোপাধ্যায়, নরেশ বসু, কানাই সিমলাই, হাবুল বাবু, মাঃ আলোক মালা সিংহ, তপতী ঘোষ, জয়শ্রী সেন, রেবা বসু, কমলা অধিকারী,
উষা নেহেরু, মীরা, মধুমালা

একমাত্র পরিবেশক—**নর্মদা চিত্র**

ভক্ত বিল্বমঙ্গল

পরম বৈষ্ণব দেশপূজ্য পণ্ডিত শ্রীগোপাল। তাঁর সর্ব সুলক্ষণযুক্ত পুত্র সন্তান যখন জন্ম নিল, তখন দৈবজ্ঞেরা বললেন, এই ছেলে মহাপুরুষ হবে!

কিন্তু এই কি মহাপুরুষের লক্ষণ? পরম বিদ্বান হল বিল্বমঙ্গল, তার কবি প্রতিভার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দেশময়। কিন্তু তবু—

তবু তার নামে কুৎসার ঢেউ। পুত্রের নিন্দায় আর কারো সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননা শ্রীধর। অসৎসঙ্গে মিশে বিল্বমঙ্গল ঘর ছাড়ার মতো ঘুরে বেড়ায়—নারীর রূপই তার একমাত্র উপাস্য।

কৃষ্ণবেণী নদীর ওপারে থাকে একদল গণিকা। তাদের মধ্য-মণি চিন্তামণি। রূপে সে রতির ঈর্ষা। কিন্তু তার চারদিকে কালভুজঙ্গের পাহারা।

সেই রূপ দেখে কবি বিল্বমঙ্গলের মন-প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠল। মিথ্যা হল সমাজ, মিথ্যা হল ধর্ম। পিতার ক্রোধ—পরিজনের অশ্রু সংসারের বন্ধন সব যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল তার।

"সে যে দিনের চিন্তা, রাতের চিন্তা,
সকল চিন্তা চিন্তামণি—"

অপমানে লজ্জায় জর্জরিত হয়ে দেহত্যাগ করলেন শ্রীগোপাল। কিন্তু তবু তো চৈতন্য হয়না বিল্বমঙ্গলের। তার ধ্যানে, তার স্বপ্নে, তার কাব্যে জেগে থাকে একখানি অপরূপ মুখের মায়াস্বপ্ন!

আকাশ অন্ধকার করে ঝড় উঠল সেদিন। প্রলয়ের মত্ত আক্ষেপে হাহাকার করল অরণ্য, থরথর করে কাঁপল বজ্রস্তম্ভিত পৃথিবী। সেই

ঝড়ের মধ্যে বিল্বমঙ্গল শুনতে পেল যেন দূর থেকে চিন্তামণির আহ্বান ভেসে আসছে মেঘ-মৃদঙ্গের তালে তালে !

ফেনমত্ত কৃষ্ণবেণী নদী সে সাঁতার দিয়ে পার হল একটা গলিত শবকে আশ্রয় করে ; কাল অজগরকে রজ্জু ভেবে সে তার সাহায্যে অতিক্রম করল উঁচু প্রাচীর। তারপর প্রেমমুগ্ধ মূঢ় মন নিয়ে এসে দাঁড়াল চিন্তামণির পদপ্রান্তে ! চিন্তামণি আর্তনাদ করে উঠল।

—ঠাকুর, একটা তুচ্ছ নারীর রূপে তুমি এমনি উন্মাদ ! কিন্তু সমস্ত রূপের যিনি রূপমূর্তি, যিনি সব সৌন্দর্যের আধার—এ তপস্যা দিয়ে তুমি যে তাঁকেই লাভ করতে পারতে !

এক মুহূর্তে কালো অন্ধকারের বুক চিরে যেন বিদ্যুৎ চমকালো। মোহভঙ্গে চকিত হয়ে উঠল বিল্বমঙ্গল !

ঠিক কথা ! সেই রূপেশ্বরকে চাই ! চাই সেই নিত্য সৌন্দর্যের লীলাপুরুষকে ! কোথায় তাঁকে পাব—কোন্ নিত্যরাসের বৃন্দাবনে পাব তাঁর সাক্ষাৎ ?

দূর দিগন্ত ডাক দেয়—শ্যামল পথে তাঁর হাতছানি, আকাশের তারায় তারায় তাঁর করুণার দৃষ্টি—বেণুরন্ধ্রে শোনা যায় সেই বাল গোপালের মঞ্জু-বাঁশরী—

সঙ্গীত

বিল্বমঙ্গল

সজনী ভাল করি পেখন ন ভেল—
মেঘমাল সনে তড়িতলতা তনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল (সজনী)॥
আধ আঁচর খসি আধা বদনে হাসি
আধহি নয়ন তরঙ্গ
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তনু ধরি দগধে অনঙ্গ॥

একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলী উপাম-সজনী
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম॥
দশন মুকুতা পাতি অধর মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা
বিদ্যাপতী কহ অতয়ে সে দুখ রহ
হেরি হেরি ন পুরল আশা॥

—পদাবলী

বিল্বমঙ্গল
বিরহ তপন তাপে   ঝরল বকুল দল
শুকাওল মালতী মালা
লগন বহি গেল   সকলি বিফল ভেল
কোয়েলা ভুলল গীত
রহল মরম কি জ্বালা ॥
এ সখী শুন কমলিনী
কুঞ্জ কানন মম   হোয়ল মরু সম
কুহু ভেল রাকা নিশিথিনী ॥
—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চিন্তা
চল চল সুন্দরী হরি অভিসার
যামিনী উচিত করহ সিঙ্গার ॥
জৈসন রজনী উজোরল চন্দ
ঐসন বেশ ভূষণ করু বন্ধ
একল কুঞ্জে আকুল কান
বিদ্যাপতী কহ করহ পয়ান
যামিনী উচিত করহ সিঙ্গার ॥

—পদাবলী

ও.............ও.............ও.............

চিন্তা—মত্ত পবনে চলে গর্জ্জিত মেঘদল
করাল তিমির ছায়া গগনে
রুদ্র ডমরু বাজে   মহা ভৈরব সাজে
দামিনী নাগিনী নাচে সঘনে ॥

বিল্ব— মল্লারে গুরু গুরু মন্দিরা বাজে কার
এনেছে বারতা কার ঝঞ্ঝার ঝঙ্কার
আজিএ তিমির নভে মন্দ্রিত মেঘরবে
হৃদয় কাঁপিছে অবিরাম ॥

চিন্তা—বিজলী ঝলকে প্রিয় আমারো বারতা নিয়ো
ধারাজলে আমারি প্রণাম
শোন শোন হে বিরহী ব্যথায় মরম দহি
মেঘে মেঘে লিপি লিখিলাম ॥

বিল্ব— তমসা কাজল ছায়ে লুপ্ত সে পথরেখা
তবুও মনের শিখী পুলকে তুলেছে কেকা
হে সখী পরান মম ঝড়ের বলাকা সম
কাকলী গাহিছে তব নাম ।।

চিন্তা—আমার বুকের নীড়ে এসে গো ঝড়ের পাখী
বেদনার অভিসারে তোমারে পাঠানু ডাকি
তোমার আসার লাগি মোর দীপ রহে জাগি
এসো এসো মহালগনে—এসো এসো মহালগনে
এসো এসো মহালগনে ॥

—আশা দেবী

সোমগিরী—দরশন দে মুঝে নওল কিশোর
জনম জনন হম সোভরিনু তুয়াপদ
ন হেবলুঁ রূপ উজোর ॥
মান, যশ, বৈভব তুঝে সঁপিলু সব
প্রেম পিয়ামুখ মধুরাতি উৎসব
চীর বাকল পরি তীরথ তীরথ ঢুড়ি
ন মিলল মম চিতচোর ॥

বিল্বমঙ্গল— এ মঝু তন মন আন নাহি জনেত
শ্যাম শোভন বিনু আন নাহি মানত
হৃদয় রাস পরে খেলত সো পিয়
বন্ধন প্রেম কি ডোর ॥

নারায়ণ গাঙ্গুলী

বিল্বমঙ্গল

ঝুলন দোলায় দোলে নন্দদুলাল
কৃষ্ণশশী দোলে প্রেম সায়র কোলে
রিমিকি ঝিমিকি বাজে মঞ্জীর তাল ॥
পীত অঞ্চল দোলে দখিন সমীরে
মোর মুকুট দোলে মঞ্জুল শিরে
উছল পুলকে দোলে দোলে নীপ তমাল
মরম মুরজ বীনা বাজে উতাল ॥

—নারায়ণ গাঙ্গুলী

সাবিত্রী

এ দেহ আমার তোমার চরণে
নিবেদিত শতদল
তোমার লাগিয়া এনেছি মাধব
দুটি নয়নের জল ॥
তনু ধূপাধারে নিজেরে দহিয়া
মোর শেষ দান এনেছি বহিয়া
তোমারি সাগরে আমার যমুনা
ছুটে যায় ছলোছল ॥

—নারায়ণ গাঙ্গুলী

বিল্বমঙ্গল

অন্তর মন্দিরে এস প্রভুজী
নয়নে হারায়ে তোমায় হৃদয়ে খুঁজি
কেন দিলে এ বিরহ
তুমি তো পাষাণ নহ
ব্যথা দিতে ব্যথা লাগে
এই তো বুঝি ॥

—প্রণব রায়

বিল্বমঙ্গল

এস প্রভু মোর এস প্রভু মোর ॥
এস মোর প্রভু এস হৃদয় দ্বারে
বাজাও অভয় বাঁশী প্রাণের তারে ॥
নিভেছে দিনের আলো চন্দ্র তারা
নয়নে ঝরিছে তব রূপের ধারা
আমারে দেখাও পদ্ম এই আঁধারে ॥
দুঃখের রাতে এস প্রদীপ হাতে
দীনে দয়াল এস দীনের সাথে
সকল হারায়ে প্রভু চাই তোমারে ॥

—নারায়ণ গাঙ্গুলী

আরতি

ভজ কৃষ্ণ হরে রাধা শ্যাম
জয় জয় গোকুল গিরিধারী মোহন শ্যাম
জয় জয় শ্যামল সুন্দর নব ঘনশ্যাম
ভজ গোপী মনোরঞ্জন শ্যাম
জয় জয় মদন মনোহর নটবর শ্যাম
ভজ চারু নীলোৎপল শ্যাম ॥

—বিমল চন্দ্র ঘোষ

বিল্বমঙ্গল

যশোদা দুলাল এস যশোদা দুলাল এস
বাঁশরী নীরব হল নুপুর বাজে না বনে
জননী যশোদা তাই কাঁদে আকুল মনে ॥
নয়নের মণি মোর ফিরে আয় ননীচোর
যেতে তো দেব না আর
সুদাম সুবল সনে ॥
শ্রীমতীর আঁখিধারে যমুনা যে বয়ে যায়
কাঁদিছে ঝুলন দোলা কাঁদে যে পূবালী বায়
এখনো যে শুকশারী প্রিয় নাম ডাকে তারি
গোকুল দুলাল এস গোকুল দুলাল ॥

—নারায়ণ গাঙ্গুলী

নর্মদা চিত্র ৩২এ, ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া
৩।১, মোহন বাগান লেন, কলি-৪ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য ৵০ আনা

পরবর্তী আকর্ষণ

আজ প্রোডাকসনের সঙ্গীতবহুল

ঢুলি

পরিচালনা—পিনাকী মুখার্জি ● সংগীত—রাজেন সরকার

শ্রেষ্ঠাংশে—ছবি, পাহাড়ী, বিকাশ, রবীন, নীতিশ, প্রশান্ত, সুচিত্রা, সুপ্রভা, মালা, ও আরো অনেকে

পরিবেশনা নর্ম্মদা চিত্র